এতিম

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও আদমশুমারির গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।

‘সর্বোত্তম ঘর হলো সেই ঘর,যেখানে এতিমদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয়, আর নিকৃষ্টতম ঘর হল সেই ঘর, যেখানে এতিম বসবাস করে, কিন্তু তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়’।

হযরত মুহম্মাদ(সাঃ)

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে হওয়া সর্বশেষ আদমশুমারিতে নিশ্চিত করা হয়েছে যে বর্তমানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা সম্ভবত ১৬ কোটি ৪৬ লক্ষ। হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮ কোটি ২৪ লক্ষ হলো পুরুষ এবং ৮ কোটি ২২লক্ষ হলো নারী। এখন আপনি শতকোটি টাকা খরচ করে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা কত সেটা বের করলেন। তবে যে জিনিসটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটা কিন্তু বের করা হলো না সেটা হলো বাংলাদেশে বর্তমানে এতিম শিশুর সংখ্যা কত?

একজন এতিম শিশু যার মা, বাবা কেউ বেঁচে নেই এবং আত্মীয় স্বজনরাও কিন্তু বোঝা হিসাব করে সেই এতিম শিশুকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে এমতাবস্থায় সেই এতিম শিশুর দায় দায়িত্ব নেওয়ার কথা সরকারের। আর দায়দায়িত্ব নেওয়া তো দূরের সরকারের পক্ষ থেকে আদমশুমারিতে এ জিনিসটাও নিশ্চিত করা হয়নি যে বাংলাদেশে মোট এতিমদের সংখ্যা কত ? কতজন এতিম শিশু আছে? ১৬ কোটি মানুষ আছে যাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ এতিম শিশু আছে, যাদের দায় দায়িত্ব সরকার নিচ্ছে না। তাহলে এই লক্ষ লক্ষ এতিম শিশু কোথায় যাচ্ছে? তাদের খাবার ব্যবস্থা কে করছে? এর প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আপনি আপনার বাড়ির কাছের কোন মাদ্রাসায় যান এবং নিজের চোখে দেখুন কারা এদের পিতৃস্নেহে খাওয়াচ্ছে, বড় করছে এবং শিক্ষা দিচ্ছে গেলেই আপনি আপনার জবাব পেয়ে যাবেন।

বাংলাদেশে ১১৬জন আলেম এবং প্রায় ১০০০ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথিতভাবে গণ কমিশনের পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ যিনি কিনা আবার যুদ্ধ অপরাধির বিচারের সময় দূর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তাকে বাতিল করা হয়েছে। তিনি এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছেন। এখন ঢালাওভাবে ১১৬ জন ভাল বা ১১৬ জন খারাপ

এটা কিন্তু বলার উপায় নেই। এখানে বহু মানুষই আছেন বিতর্কিত। যেভাবে গণ কমিশনের পক্ষ থেকে ঢালাওভাবে বলা হয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের সবার জন্য অপমানজনক মুসলমান হিসাবে। ধরলাম নাহয় আপনি ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশ্বাসই রাখেন না আর এইজন্যই ধর্মীয় শিক্ষার কথা নাহয় বাদই দিলাম। তবে ১০০০ মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ঢালাও ভাবে অভিযোগ উঠেছে কোন প্রমাণ ছাড়া। কিন্তু এই ১০০০ মাদ্রাসার ভিতরে ৫০ থেকে ৬০ হাজার এতিমদের তিনবেলার খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

যারা এই অভিযোগ আনলেন তারা এই এতিমদের কয়বেলার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন? এই যে ১১৬ জন যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে এবং ১০০০ মাদ্রাসা এই সকল কিছু বন্ধ করে দেওয়া হল তারা আর কোন কার্যক্রমে গেলেন না এখন এই যে লক্ষ লক্ষ এতিম শিশু তার যেভাবেই হোক ধনীদের কাছ থেকে এনে অথবা ওয়াজের মাধ্যমে এনে খাওয়াচ্ছিলেন সেটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে এই লক্ষ লক্ষ এতিম শিশুদের দায় দায়িত্ব কে নেবে? গণ কমিশন নেবে? যে জায়গায় সরকারই কিন্তু এখনো নেয়নি। আজকের সরকার নয় । বাংলাদেশের কোন সরকারই কিন্তু এতিমদের দায় দায়িত্ব নেয়নি। যেখানে এতিমদের দায় দাত্ব নেওয়া সকারের উপর ফরজ। বাংলাদেশের ভিতর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বলে একটা মন্ত্রণালয় আছে এবং বাংলাদেশের ভিতর যে লক্ষ লক্ষ এতিম শিশু আছে এদের দায় দায়িত্ব রাখার দায়িত্ব কিন্তু সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কথা ছিল। তারা কিন্তু এমনটা করেনি। ২০১৭ সালে যখন রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে এসেছিল তখন তারা কিন্তু একটা বড় কাজ করেছিল সেটা হলো রোহিঙ্গাদের ভিতরে কতগুলো এতিম শিশু আছে সেটা তারা গণনা করেছিল। অথচ এত বছরের মধ্যে বাংলাদেশে কতগুলো এতিম দুঃস্থ শিশু আছে সেটা তারা গণনা করেনি। আজকে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে এটাই কিন্তু লক্ষ করছি বাংলাদেশের কিছু সাবেক আমলা এই গণ কমিশনের ভিতর জড়িত রয়েছেন। এই আমলারাই কিন্তু অর্থ পাচারের জন্য সব থেকে বেশী দায়ী। আর এটা পরিস্কারভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ এ, কে,আব্দুলমোমেন সাহেব পরিস্কারভাবে তার বক্তব্যে বলেছেন যে লন্ডন, আমেরিকা এবং কানাডার ভিতর যে সকল বেগম পাড়া তৈরী হয়েছে তার মধ্যে সব থেকে বেশী অর্থ পাচার করেছেন বাংলাদেশী আমলারা। সেখানে রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীর সংখ্যা খুবই কম। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে বাংলাদেশ সরকারের অধীনে যত কর্মকর্তা, কর্মচারী আছে তাদের সম্পদের হিসাব

দিতে হবে।কিন্তু মজার ব্যপার হচ্ছে সরকারের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীরা তাদের সমস্ত সম্পদের হিসাব দিয়েছেন একমাত্র প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা কর্মচারী বাদে। আজকে তিন বছর পেরিয়ে গেলেও সেসব কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাদের সম্পদের হিসাব আজ অবধি দেননি।কেন সম্পদের হিসাব দেননি? কারণ বর্তমানে তারা এত সম্পদের মালিক হয়ে গেছেন যে তাদের বেতন কাঠামোয় তারা যদি দুইশ বছরও চাকুরী করেন তাহলে এই পরিমাণ সম্পদ কখনোই অর্জন করতে পারবেন না আর এজন্যই গণ কমিশনের ভিতর যারাই আছেন তাদের কাছে অনুরোধ তারা যদি দেশের জন্য কিছু করতে চান তাহলে ১১৬ জন আলেমকে ঢালাওভাবে কিংবা ১০০০ মাদ্রাসাকে ঢালাওভাবে না বলে আমলাদের বিরুদ্ধে শ্বেতপত্র প্রকাশ করুন। যেখানে কিন্তু অংকটা হাজার হাজার হবে না, বিলিওন্স অফ ডলারে হিসাব হবে। বর্তমান বাস্তবিক পরিস্থিতির মধ্যে এটাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না হাজার হাজার আলেমের মধ্যে কিছু কিছু কিন্তু ভন্ড আলেমও আছে যারা প্রকৃতভাবে ধর্মব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক ফায়দা লুটার জন্য ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে। আর এ জায়গাতেই যারা অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃত্বে আছেন তাদের কাছে অনুরোধ যে সকল মানুষের কারণে এ সকল প্রশ্ন উঠছে তার কার্যক্রমে আজকে তাদের লজ্জিত হওয়ার উপায় হয়েছে তাদের আপনারা খুঁজে বের করুন এবং আপনারাই শাস্তি দিন। কথিত জিহাদ হবে রাস্তায় রিল্যাক্স হবে হোটেলে সেটা কিন্তু আমরা চাই না। প্রকৃত যারা আলেম লক্ষ লক্ষ এতিমদের লালন-পালন করছেন তাদের প্রতি সম্মানের ঘাটতি কখনোই আমাদের হয়নি। তাদের প্রতি রয়েছে হৃদয় থেকে আন্তরিক ভালোবাসা এবং সম্মানের জায়গা।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ।

Click herehttp://www.morningbrightness.fi/